অন্য গল্প

স্বাধীন জম্বুদ্বীপে বিজ্ঞানে নোবেল

-সব্যসাচী সরকার

প্রজাতান্ত্রিক জম্বুদ্বীপের মহানগরীর বিজ্ঞান ভবনে এক গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। বিষয়টি গম্ভীর। প্রজাতন্ত্রের সমুদ্রমন্থনে অনেক জম্বুদ্বীপখ্যাত বৈজ্ঞানিকরত্ন পাওয়া গেছে এবং তাদের বিভিন্ন বিলাশবহুল ভ্রমণস্থানে রেখে যখন বিজ্ঞানচর্চার বাতাবরণও উপলব্ধি করানো হয়েছে কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানের স্বীকৃতি হিসাবে নোবেলরত্ন কেউই হাতে পাননি। গত বিশ্বখেলাধূলায় একটা খেলরত্ন পাওয়া গেছে তাই বিজ্ঞানবিষয়ক মন্ত্রী এই গুরুত্বপূর্ণ সভার আয়োজন করেছেন যাতে নোবেলরত্ন হবার সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের জম্বুদ্বীপখ্যাত বৈজ্ঞানিকরত্ন গুলি বিশ্বসভায় আসন কেন পাচ্ছেন না তার কারণ নির্ধারণ করতে।

অনেক আগে জম্বুদ্বীপে বিজ্ঞানচাষের জমি থেকে ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টায় এক নোবেল ফল দিয়েছিল কিন্তু প্রচুর চেষ্টা সত্ত্বেও মধ্যে হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রী আর এক নতুন আবিষ্কারের মর্য্যাদা দিতে চেয়েছিলেন যা রবিঠাকুরের লেখনীতে পরিষ্কার করে লেখা আছে। যা লেখা নেই তা হল যে জুতা আবিষ্কারের মৌলিকতার দাবি নোবেলে পাঠানো হলেও তা Leonardo da Vinci -র হিল তোলা জুতোর ছবি যা ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ও ঈজিপ্টের ম্যুরাল পেন্ট ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্ব জুতোর ছবি দুটো খারিজ করে দেয়। গবুচন্দ্রের অনেক অনুরোধে নোবেল কমিটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে মুনিঋষিদের বা নিদেনপক্ষে ব্রহ্মদত্যির ব্যবহৃত কাঠের খড়ম যা রামায়ণের ছবিতে ভরতের মাথার দেখা যায় তা উপযুক্ত তথ্যের সঙ্গে প্রমাণিত হলে তারা বিবেচনা করতে রাজী আছেন। গবুচন্দ্র পিছিয়ে গেলেন কারণ কোনরকম প্রমাণিত তথ্য দেওয়া সম্ভব ছিলনা এবং ততদিনে রুশ ও চীন দেশ কিছু পুরাতাত্ত্বিক ধংসাবশেষ প্রস্তুত করে প্রমাণিত করে যে খড়ম না হলেও ঘাসজাতীয় জিনিষ দিয়ে তৈরী পাদুকা অনেক অনেক আগে সেখানে ব্যবহৃত হত।

সে যাই হোক, জুতা আবিষ্কারের প্যাট্রন হিসেবে হবুচন্দ্র রাজাকে বিশেষ অতিথির সম্মান দিয়ে এই সভায় আমন্ত্রিত করা হয়েছিল। এই সভায় একটি high power committee -র report নিয়ে আলোচনা হবে। এতে প্রজাতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী অনেক শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ যেমন সিনেমা অভিনেতা ও অভিনেত্রী, মল্লযোদ্ধা, কত্থক শিল্পী, ক্রিকেট প্লেয়ার ও কিছু ডিরেক্টর ও ভাইস চ্যানসেলর, বিজ্ঞান মন্ত্রালয়ের সেক্রেটারী লোকসভার বিরোধী পক্ষের নেতা ও সর্ব্বজেষ্ঠ্য বিজ্ঞানরত্ন (জম্বুদ্বীপ) - তিনি হলেন কনভেনর।

একজন রিপোর্টার হিসেবে লেখকের সংযোজন : -
সভা আরম্ভ হল। প্রথমে প্রদীপ জ্বেলে বেদমন্ত্র পাঠ হল। তারপর বিখ্যাত অভিনেত্রী লুলুকণা একটি ঘৃতাচী নৃত্য প্রস্তুত করলেন। পরে বিজ্ঞান মন্ত্রী একটি রিপোর্টে দেশের দুশ্চিন্তা সবাইকে অবগত করালেন। তিনি বললেন যে তিনটি পৃথক delegation জম্বুদ্বীপের সরকার দ্বারা পৃথিবী পর্য্যটনে পাঠানো হয়েছিল তথ্য আহরণ করার জন্য। এরমধ্যে লোকসভা ও রাজ্যসবার একটি, সমস্ত সরকারী দপ্তরের সেক্রেটারীদের একটি ও সমস্ত বিজ্ঞানরত্ন (জম্বুদ্বীপ) দের একটি। সমস্ত দলগুলি চীনের প্রাচীর, ল্যাটিন আমেরিকার মায়া সভ্যতার নিদর্শন, ব্যবিলনের ধ্বংসাবশেষ, মিশরের পিরামিড দেখে বোস্টনের চিংড়ি,

আলস্কার ট্রাউট, জাপানের সুশি খেয়ে ও Scotland/ Mosel/ Volga/ Seine -এর মাটির পার্থক্যে সোমরসের মেজাজ বুঝে প্রায় শরীরের উপর প্রচন্ড চাপ সত্ত্বেও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন। এই রিপোর্টগুলির suggestion নিয়ে এই high power committee একটি প্রস্তাব দেবেন এবং আমরা তার গুণাগুণ বিচার করে আগামী পরিকল্পনায় তা সামিল করে নেবো। মন্ত্রীমশাই তার ভাষণ শেষ করে চলে গেলেন আরও দরকারী কাজের চাপে। সভা লাঞ্চের জন্য ভঙ্গ হল। এরপর high power committee -র report পেশ করা হবে এবং amendment-এর জন্য আলোচনা করা হবে। বয়োবৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানরত্ন (জম্বুদ্বীপ) এই committee-র কনভেনর হিসেবে প্রথমে গবুচন্দ্রকে সাধুবাদ দিলেন এবং বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। গবুচন্দ্রের বক্তব্য সোজা। তাঁর সময়ে বিজ্ঞান সাধকেরা বিজ্ঞানের নেশায় মশগুল হয়ে থাকতেন তাই তিনি নিজে থেকে হবু মন্ত্রীর সঙ্গে সেই সব লোকেদের আলাদা আলাদা ভাবে সাহায্য করেছিলেন। গবুচন্দ্র বললেন যে তিনি বিজ্ঞানকে patronage করে আনন্দ পেতেন কিন্তু তিনি নিজে বিজ্ঞানী নন। অবশ্য এখন লোকেরা বিজ্ঞানকে পেশা করেছেন এবং দুপয়সা বেশী কিভাবে পাওয়া যায় তাই সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক চিন্তা। বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানরত্ন (জম্বুদ্বীপ) এবার বিরোধীপক্ষের নেতাকে বলতে বললেন। তাঁর মতটি প্রায় সবার গ্রাহ্য হল। খুব যুগোপযোগী তার দর্শন। তাঁর suggestion হল যে দুই চারটি scam-এর আর্দ্ধেক টাকার স্বত্ব যদি নোবেল কমিটিকে দেওয়া হয় তবে তারা অনায়াসেই তার কিছু অংশ দিয়ে South East Asia মহাদেশের developing দেশগুলোর জন্য নোবেলের ব্যবস্থা করতে পারেন। এইভাবে শুধু বিজ্ঞান নয় democratic দেশ হিসেবে বলিউড বা IT সেক্টরের জন্য দুই চারটি নোবেল প্রতিষ্ঠা চাওয়া যেতে পারে। ক্রিকেট প্লেয়ার একটু আপত্তি জানালেন যে মল্লযোদ্ধাদের বিশ্বস্তরের মেডেল আছে কিন্তু তাঁদের নেই তাই যদি ক্রিকেটের জন্য একটা মেডেলের ব্যবস্থা হয় তো খুবই ভালো হয়। সবথেকে প্রতিষ্ঠিত টেকনোলজী বিষয়ক সংস্থার নির্দেশক বললেন যে গবেষণা না করলেও নিরলসভাবে বহুবছর ধরে সংস্থার নতুন নতুন বাড়ীঘর তৈরীতে প্রচুর রুচি দেখানোর জন্য কোন স্থাপত্যশিল্প বিষয়ক মেডেলের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। সবশেষে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানরত্ন (জম্বুদ্বীপ) সমস্ত suggestion গুলিকে সংক্ষিপ্তভাবে রাখার ব্যবস্থা করে বললেন যে শুধু নিজের জন্যই নয়, অনেক যুবা বৈজ্ঞানিককে তিনি সরকারী সাহায্য বিতরণ করেছেন যাতে তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করে একটি বিজ্ঞান ঘরানা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণ করে তাজহোটেল ও তাজমহল দেখিয়ে আমরা কত অতিথিপরায়ণ তাও দেখিয়ে দিয়েছি। বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা অকৃতজ্ঞ নন তাই তাঁরা আমাকে যতটা সম্ভব প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছেন। কিন্তু মুশকিল হল যে নোবেলের কথা বলতে গেলেই তাঁরা যেন একটু চুপ করে যান। নোবেল পাওয়া লোকেদের সঙ্গে ঠিকমত বন্ধুত্ব করে উঠতে পারিনি। এমন সময়ে আমাদের technology সংস্থার নির্দেশক বলে উঠলেন যে আমরা তাই ঠিক করেছি স্যার যে অনেক অনেক নোবেল পাওয়া লোককে নিয়ে আসবো। একটা কমিটি ঠিক করে ফেলেছি তাঁরা জাপান থেকে আরম্ভ করে সব মহাদ্বীপে ঘুরে ঘুরে বেশ কয়েকজন নোবেলজয়ীদের নিয়ে আসবে। যদিও বেশীরভাগই তাঁরা অশীতিপর বৃদ্ধ কিন্তু আমাদের Computer Science খুবই উন্নত তাই speech-thought attachment -র ব্যবস্থা করে নিতে পারবো - Hawking -এর ব্যবহারের মত। আমরা সবাই সেই রহস্যগুলো জেনে নেবো যাতে নোবেল পাওয়া যায়। তবে স্যার একটু problem থেকে যাচ্ছে - এই science thoughtগুলো technologyতে translate না করলে তো আমরা না হলেও আমি তো কিছুই বুঝতে পারবো না - জম্বুদ্বীপরত্ন বৈজ্ঞানিক বিরক্ত হয়ে বললেন সভাশেষ। তারপর যেন স্বগোতোক্তি করতে লাগলেন : শুধু building বানিয়ে নোবেল দর্শন হয় না। আমি একটি প্রাইজের জন্য তার পাঁচগুণ জনতার দেওয়া মুদ্রা খরচ করেছি, তুমি ইঁট দিয়ে দেয়াল

তুলেছো আর আমি যা পেয়েছি লিখে গেছি অনেক অনেক একহাজার দুহাজার লিখেছি, ভেবেছিলাম বেশী বেশী লিখলেই কাজ হবে কিন্তু এখনো হল না - এ ক্রিকেট নয় যে বেশী রান করলেই রেকর্ড হবে - এ election নয় যে বেশী vote পেলে জিতে যাবো। এটা এখনো বুঝছি না কি করলে পাবো - কেউ কি রাস্তা দেখাবে? এমন সময় একদল মধ্যবয়স্ক বৈজ্ঞানিকরত্ন (জম্বুদ্বীপ) বিনীতভাবে বলে উঠলেন : আপনি পাবেনই স্যার আর একটু চেষ্টা করে যান আর আমরা আপনাকে আদর্শ করে পেছনে আছি। আপনি একটি নতুন ঘরানা সৃষ্টি করে ফেলেছেন আর আমরা সবাই সেই mutated জিনের শরিক।